মন্বন্তর

শ্রীপ্রভাতকুমার দে

এক টাকা

প্রকাশক—রামকৃষ্ণ বোস
কসবা ২৪ পরগণা।

প্রাপ্তিস্থান—
গ্রন্থ বিপণি,
২৭নং একডালিয়া রোড,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
ও
দি বুক সিণ্ডিকেট,
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা।

১৮১ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
প্যারিস আর্ট প্রেস হইতে শ্রীকিশোরী
মোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অগণিত

নর-নারী ও শিশু যাহারা

১৩৫০এর মানুষের সৃষ্টি করা মহামন্বন্তরের

পথের ধূলায় পড়িয়া—এক মুঠা ভাত ও একটু

ফ্যানের জন্য বিলীন হইয়া গেল—কোন প্রশ্নের

উত্তর খুঁজিয়া পাইল না—সেই মহামানব

সংঘের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে শৃঙ্খলিত বাংলার

মর্ম্মন্তুদ কাহিনী রচিত হইল।

চন্দননগরের কিশোর-সঙ্ঘ পরিচালিত 'কিশোর' পত্রিকার এই সংখ্যাখানি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই সংখ্যায় প্রকাশিত "মন্বন্তর" নাটকটী সু-লিখিত। ইহা সু-অভিনীত হইলে সমাজের কল্যাণ হইবে।*

স্বাঃ—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

৬।১১।৪৫

* এই রচনাটী চন্দননগর কিশোব সঙ্ঘের মুখপত্র হস্ত-লিখিত ১৩৫১ সালের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আমার কথা

আমার ভাই বোনেরা—

তোমাদের জন্যে দুখানি নাটিকা রচনা করে এক সূত্রে বেঁধে দিলাম এর কাহিনীর পটভূমি তোমাদের জানা দরকার—হতভাগ্য বাংলার বুকে মন্বন্তর তার নিষ্ঠুর পদচিহ্ন ফেলে চলে গেছে কিন্তু আজও আমাদের সে ক্ষত নিরাময় হ'ল না। মানুষ আজও দুমুঠো ভাতের জন্যে তেম্‌নি সংগ্রাম করছে, একখানা কাপড়ের জন্যে আজও মা বোনেরা ঘরের মধ্যে বন্দিনী হয়ে অহরহ চোখের জল ফেল্‌চে········।

আমাদের সাহিত্যে যুগান্তর এসেছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রে ও সমাজে তা আসেনি। গল্প, কবিতা, উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনের মানুষের জন্যে এই কাহিনী লজ্জাকররূপে গাঁথা থাক্‌বে। আমার এই নাটকের মধ্য দিয়ে যুবক, তরুণ ও কিশোরদের সকলকেই ভূমিকা বণ্টন করে আহ্বান করেছি এক সঙ্গে—তারা এই মন্বন্তরের সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হোক বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অভিনয় ক'রে। এই দায়িত্ব আজ সকলের, আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করবার চেষ্টা করেছি।

১৩৫০এর বৈশাখে রচনা করা এই নাটক যে এই অগ্নি মূল্য বাজারে কোনদিন আত্মপ্রকাশ করবে চিন্তাও করিনি। চন্দননগরের কিশোর সঙ্ঘের সম্পাদক ও আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দে একে জনারণ্যে প্রকাশ করলেন অভিনয় করিয়ে ও নিজ দায়িত্বে ছেপে দিয়ে। সঙ্ঘের একাদশ বার্ষিকী উৎসবে এই নাটকখানার অভিনয় খুব সাফল্যমণ্ডিত হোল, এর পর

তোমরা যারা অভিনয় করবে তারা এর সত্য সমালোচনা করলে আমি খুশী হবো, আমার সব চেষ্টা সফল হবে।

এই নাটিকার অভিনয় দেখে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে সেই কথা তোমাদের বলেই আমি নাটিকা আরম্ভ করবো—

নিধু পাগ্‌লাকে সম্পূর্ণ একটী 'টাইপ'চরিত্রে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। গাজনের মেলাটীতে গ্রাম্য জীবনের সমস্ত সারল্য ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। করুণ দৃশ্যগুলিতে নেপথ্য থেকে তারের যন্ত্র দিয়ে আবহাওয়া সৃষ্টি করে নিতে হবে। বন্যার রাত্রিটীকে চীৎকার ও গোলমালে ভয়াবহ করে তুল্‌তে হবে। এবং কণ্ট্রোলের লাইন প্রভৃতি চিত্রগুলিকে বাস্তব রূপ দিতেই হবে। মেকাপ ও আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই—সাধারণ দৃশ্য গুলি সাদা ও করুণ এবং ভয়াবহ দৃশ্যগুলি কাল পটভূমিকায় সামান্য মেকাপে অভিনয় কর্‌লেই চমৎকার হবে। প্রত্যেক দৃশ্যের ক্লোজ আপ্‌এ নাটকীয় রসের সুযোগ আছে তাকে জমিয়ে তুল্‌তে হবে আর পর দৃশ্যের আরম্ভ সঙ্গে সঙ্গেই করতে হবে নইলে টুক্‌রো টুক্‌রো চিত্রের সাফল্য নষ্ট হ'য়ে যাবে।

ধর্ম্মতলা সেবা সমিতির গানখানা আমার এক বন্ধু সংগ্রহ করে দিয়েছে।

পরিশেষে এই নাটিকার সংশ্লিষ্ট সকল বন্ধু ও ভাই বোনেদের আমি প্রীতি ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কিশোর-সঙ্ঘ, চন্দননগর।
কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৫২

—**লেখক**

চরিত্র পরিচয়

নটবর	...	সোণাগাঁয়ের মোড়ল।
বসির	...	ঐ মাতব্বর চাষী।
পণ্ডিত	...	ঐ পাঠশালার পণ্ডিত।
হরিচরণ	...	চাষী গৃহস্থ।
যদুপতি	...	চাষী যুবক।
রহমান	...	ঐ
রমজান্	...	তাঁতী।
শশী	...	নটবরের খুড়তুত ভাই।
নিধু	...	ভূতপূর্ব্ব মোড়ল, বর্ত্তমানে পাগল।
ন'কড়ি সামন্ত	...	সোণাগাঁয়ের পোদ্দার।

রাম, শ্যাম, ছেলের দল, নীলকণ্ঠ, বাপ ও ছেলে, গ্রামবাসীগণ।

ননীবাবু	...	কলকাতার দোকানদার।
শেঠজী	...	মাড়োয়াড়ী ব্যবসাদার।
মধু	...	একটী স্কুলের ছাত্র।

বিপিন, উপেন, যোগীন, গুণ্ডাদ্বয়, জনৈক ভদ্রলোক, কাগজওয়ালা, নাগরিকবৃন্দ, রামসিং, জনতা, ধর্ম্মতলা সেবাসমিতি।

মন্বন্তর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

১৩৪৮ সালের বাংলা। চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের মাতব্বরেরা আসিয়া সান্ধ্য মজ্‌লিস্ জমাইয়া তুলিয়াছে আগামী গাজন উৎসবের পরিকল্পনায় তাহারা বিভোর হইয়া উঠিয়াছে।

হরিচরণ—আরে না না নটবর এই তোমার ধরো কাপড অত কম করলি হবে না। যারা নাটা খেলায় নড়বে তাদের প্রত্যেককে একখানা করে নতুন কাপড দিতি হয়। তারপর ধরো ঢাকি, ঢুলি, সং এদের প্রত্যেকের একখানা করি নতুন কাপড পাওনা—কি বল বসির মিঞা ?

বসির—হাঁ মোড়ল, ঘোষজা বড় মন্দ কথা বলেনি, ধরো পাঁচখানা গাঁয়ের মধ্যে আমাদের এই সোণা গাঁয়ের নাম ডাক্‌টা তো বড় অল্প নয়—

পণ্ডিত—নটবর, তুমি আর কিছু কেটো না আটজোড়া কাপড়ই খরচা ফেলে দাও। আমরা এই গাঁয়ের পাঁচশো ঘর হিন্দু মুসলমান মিলে যদি সিকে ভর ক'রে পাব্বুনি দিই গাজনের তরে প্রিতি ঘর থেকে, তাহ'লে একুনে ধরো ১২৫৲ টাকা হয়। ওতে তুমি সব ঘরচাটা মিটিয়ে নিতি পারবে না ?

নটবর—দেখ পণ্ডিত—বসির—ঘোষজা তোমরাও শোন, আমার মাথায় আজ দু বছর ধ'রে একটা মতলব ঘুরুচে, তোমাদের এ্যাদ্দিন

বলিনি ; এই গাঁয়ে—আমাদের এই সোণা গাঁয়ে, একটা ইংরিজি পড়ার পাঠশালা খুল্‌তে চাই—তোমরা কি বল ?

বসির—তা—গাজনের ক' জোড়া কাপড় কেটে বাদ দিয়ে তোমার কি হিল্লেটা হবে বুঝ্‌তি পারি না—

নটবর—তোমাদের বলিনি, গত দু বছরের প্রায় একশ' টাকা আমার কাছে জমা আছে, আর কিছু বাড়লেই আমি ইস্কুল আরম্ভ ক'রে দোবো, তাইতো পণ্ডিতকে বলেছিলুম পণ্ডিত আস্‌চে বোশেখ থেকে তৈরী থেকো।

হরিচরণ—দেখ নটবর, ইংরিজি পাঠশালার বড় ভজকট। ও বিদ্যে তুমি ছাড়।

বসির—এ্যই হ্যাখ চরণ ভাই, এই তোমার বড় দোষ। ধরো আমাদের ছানা পানারা, দু পাত ইংরিজি শিখ্‌লে—দু পাত বাংলা শিখ্‌লে —এ তো ভাল কথা।

(যদুপতি ও রমজানের প্রবেশ)

উভয়ে—জয় সোণা নদীর জয়। জয় সোণা গাঁয়ের জয়। জয় মোড়লের জয়—

নটবর—কি খবর যদুপতি ?

যদুপতি—আরে মোড়ল শোন শোন, গেলুম ত ওদের ওখানে—আমাদের পেসাদ বিলি, বাজী পোড়ানর কথা শুনে ওদের মোড়ল বল্লে ওরা গাজনের টাকায় ডাক্তারখানা খুল্‌বে। গাজন ওদের হবে না এবার।

হরিচরণ—কে বল্লে এ কথা ? চিনিবাস মোড়ল নিজে বল্লে এ কথা ? —বিশ্বাস ক'রো না নটবর, বিশ্বাস ক'রো না। গত বছরে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বাজীর খেল দেখিয়ে আকাশে আকাশে

আগুন ধরিয়ে দিলে। এবারেও একটা কিছু মনে ভেবেছে। খোল তুমি ইংরিজি পাঠশালা, ঘর তুলতে যত বাঁশের দরকার হবে সব আমার ঝাড় থেকে দোব—খোল···।

যদুপতি—নেই মাঙ্‌তা হ্যায়—আমরাও গাঁয়ে ডাক্তারখানা বসাবো। কেন আমাদের গাঁয়ে কি লোক নেই মনে করে ?

নটবর—আঃ থাম থাম তোমরা। শুনতে দাও কথাগুলো—হ্যাঁ হে রমজান বলি আর কি কি বল্লে চিনিবাস ?

রমজান—সে অনেক কথা। অনেক দুঃখু করলে বটে চিনিবাস। বল্লে রমজান তোমরা এবার ঢুলি-লেঠেল পাঠিও না, আমরা পাব্বুনি দিতি পারবো না। তা আমি বল্লু মোড়ল—এবার বাচ খেলা হবে ত ? তা বলে—না, সোণা নদীর অবস্থা খারাপ, বিপত্তির কথা আছে। বাচ খেলাও এবার হবে না। এই সব আর কি।

যদুপতি—আমি কিন্তু কানাঘুসো খবর পেলুম মোড়ল, ওরা লুকিয়ে ছাপিয়ে সব আয়োজন করচে। সে দিন হাটের পথে কলা বেচে ফিরছিল বদর মিঞার বেটা, বলে—নৌকো সারান হচ্চে—গাজন এসে পড়লো। তা এ সবের মানেটা কি শুনি ?

পণ্ডিত—দেখ নটবর একবার রায় বাবুদের বাড়ী গিয়ে তেনারে ধরলে·········।

বসির—শোন কথা পণ্ডিত মশায়ের। ধরো আমাদের ব্যাপারে তেনাদের কথায় কি কাজ ? তিনি হদ্দ দয়া ছেদ্দা করে দু দশটা টাকা দিতি পারেন ; তাতে তোমার সব কাজ কি উদ্ধার হবে এমন ?—যা করতি হবে তা আমরা পাঁচজনেই করবো। ডাক পঞ্চায়েৎ !

হরিচরণ—এক কাজ কর আমার কথা শোন, শ্রীকণ্ঠ গেছে জেলে, সে ফিরে আসুক তারপর পাঠশালা খোলার কথা হবে—

নটবর—না না হরিচরণ তার এখন পাঁচ বছর দেরী। এর মধ্যে পাঠশালাটা আমাদের খুলতেই হবে। শ্রীকণ্ঠ যাবার সময় বলে গেছে অনেক ক'রে।

হরিচরণ—আরে নাও কথা—তোমার টাকার সমিস্যে মিট্‌ছে কোথা থেকে ?

নটবর—শোন একটা কথা, এই গাজনে আমরা সকলে সিকে ভোর না পাব্বুনি দেবার তা তো দোবই আর কি দোবো ? না এই গাজনে যত চাল ডাল খরচ হবে আমরা কয় মাতব্বরে ভাগা ভাগি করে দোব।

যদুপতি—ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্ বলেচ মোড়ল, ইঃ তোমার মাথার কি বাহাদুরি মাইরি। বেঁচে থাক সোনা নদী, বেঁচে থাক আমাদের সোনা গাঁ। এমনি ফসল যদি প্রিতিবারে ফলে, আমার ঘর থেকে তুমি বরাবরের তরে চাল ডাল পাবে মোড়ল।—কি বলহে বসির ভাই ?

বসির—সে আর বল্‌তে, কাস্তে লাঙল হাতে থাকলে এই বসির মিঞা একাই সারা গাজনের মোহড়া নিতি পারে জান মোড়ল ?

রমজান—আমার মা গাজনের তরে এক জোড়া নতুন গাম্‌ছা দিবে মোড়ল, মনে করে লিকে নাও তাহ'লে তোমার খরচের কাগজে।

(এমন সময় পাড়ার ছেলেরা হল্লা করিয়া ঘেঁটু গাহিতে বাহির হইয়াছিল। একটী পাখীর খাঁচায় কিছু ঘেঁটু ফুল ও একটী জলন্ত প্রদীপ। মুখে ঘেঁটুর ছড়া। উহাদের একজন হনুমানের সাজ সাজিয়া ছিল)।

ছেলের দল—ঘেঁটু যায় ঘোষ পাড়ায়—

হরিচরণ—ওরে এই ছেলের দল আজ কিসের পালা রে ?

রাম—আজ হনুমান বিশল্য করণী আন্‌বে, মরা মানুষ বাঁচাবে। গাঁয়ের রোগ বালাই দূরে যাবে গো——।

শ্যাম—দাও গো যদুকাকা আমাদের চড়িভাতের পার্ব্বনি দাও—

যদুপতি—কত চাল ডাল হোল রে ?

পণ্ডিত—আগে ঘেঁটু গান কর তবে ত পার্ব্বনি পাবি মোড়লের কাছে—

রাম—নেরে নে ধর···

(ছেলেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘেঁটুর গান করিতে লাগিল তাহাদের মধ্যে হনুমান বিভিন্ন ভঙ্গিতে নাচিতে লাগিল।)

ঘেঁটু যায় ঘোষ পাড়া—
আয়রে ঘেঁটু নড়ে,
হস্তি কাঁধে চড়ে।
হস্তী গলায় ঝুমুর বাজে—
তার সঙ্গে বাঁদর নাচে—
বাঁদরের মাথায় লোহার পাহাড়—
সেই পাহাড়ে পাতার বাহার।
মরা মানুষ বাঁচ্‌বে—
রোগ বালাই দূরে যাবে,—
চাষা ভাই খায় দায়—
জোয়াল কাঁধে চষতে যায়—
এ মাঠখানা কার গো ?
চাঁদ মুখ যার গো—

দাও আমাদের ঘেঁটুর দান,
তবে গাইবো ঘেঁটুর গান—।
ঘেঁটু যায় ঘোষ পাড়ায়······

শ্যাম—কই গো দাও পাব্বুনি!

(নটবর একটী দুয়ানি দিল। ছেলের দল কোলাহল
করিতে করিতে চলিয়া গেল।
"জয় সোণাগাঁয়ের জয়"

(বুড়ো নিধুর প্রবেশ)।

নিধু—ওরে অ নীলকণ্ঠ······ওরে নীলু ওরে দাদু যাস্‌নে ভাই যাস্‌নে······। (আপন মনে) "জয় সোণাগাঁয়ের জয়" এসব ঐ শ্রীকণ্ঠের শেখান কথা। (মোড়লের প্রতি) দেখ্‌লে নটবর শুন্‌লে না কথাটা আমার। তুমি দেখে নিও ঐ শ্রীকণ্ঠের ছেলে আমার হাতে হাতকড়ি দেবে······হিহি······কি মজা······ হিহি······।

পণ্ডিত—খুড়ো যে কি ব্যাপার?

নিধু—দেখনিত পণ্ডিত আদালতের বিচার। সায়েব বল্লে ইংজিরিতে ল্যাডিং বড্‌ ল্যাডিং বড্‌ আমার শ্রীকণ্ঠও ইংজিরি বল্‌তে কসুর করলে না কি হোল কে জানে······

নটবর—জ্যাঠা বস বস তামুক খাও।

নিধু—তামুক? দেবে? তা দাও।

নটবর—ওরে শশী নিধু জ্যাঠাকে তামুক দিয়ে যা—।

নিধু—তোমায় চুপি চুপি একটা কথা বলি নটবর ইংজিরি পড়ার পাঠশালা তুমি খুলোনা—খুলোনা—। তোমাদের ছেলেপিলেরা

দুপাত ইংরিজি শিখ্‌লে তাকে জেলে ধরে রাখ্‌বে। আমার শ্রীকণ্ঠের ইংরিজি শুনে সায়েবের আদালতে চটাপট হাততালি পড়ে গেলো। তার গলায় ফুলের মালা দিলে সবাই—

বসির—মোড়ল বাড়ী চল, যাবার সময় তোমায় ঘরে দিয়ে যাই।

নিধু—ঘরে? ঘরে নয় ঘরে নয় আমার শ্রীকণ্ঠকে তারা বেঁধে নিয়ে গেলো জেলে.........আমার শ্রীকণ্ঠকে তারা জেলে বেঁধে নিয়ে গেল।

(এমন সময় শশী তামাক আনিল।)

শশী—এই নাও জ্যাঠা তামুক খাও—

নিধু—এঁ্যা তামুক? তামুক আমি খাব না, তামুক আমি খাই না। ওরে অ নীলু—নীলু—দাদু ভাই যাস্‌নে, যাস্‌নে......

[নিধুর প্রস্থান।

রমজান—লক্ষণ বড় খারাপ ঠেক্‌ছে যে মোড়ল—

শশী—ওর জমী জমা নাকি রায় বাবুরা খাসে ডেকে নিয়েচে শুন্‌লুন—

বসির—লক্ষণ ত তাতে খারাপ হয়নি, লক্ষণ খারাপ হইচে জলজ্যান্ত মরদ ব্যাটা জেলে গেছে বলি।

নটবর—আর দুঃখু করে কি হবে বলো। তবে হ্যাঁ, শ্রীকণ্ঠ আমাদের মানুষের মত মানুষ ছিলো। আমাদেরই বুকটা হা হা করে তার জন্যে—বুড়োর ত হবেই।

শশী—তাইত বুড়োর ভয় পাছে ওর নাতি নীলকণ্ঠ আবার লেখা পড়া শেখে তাইত ওকে আগ্‌লে বেড়ায়...।

নটবর—যাক্ তোমরা সবাই কি বল গো? তাহলে ঐ কথাই থাকলো? আগে গাজন হয়ে যাক, তারপর ইংরিজি পাঠশালা, ডাক্তারখানা বসান পরে হবে এঁ্যা?

বসির—এর আর লড়চড় কি আছে গো? বলনা সব ঐ কথাই থাকলো ত?

(সকলে গাত্রোত্থান করিয়া "হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ বেশ" বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে পটক্ষেপণ হইবে)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গাজনের মেলা। দু একখানি দোকান দেখা যাইতেছে। লোকের ভীড়। ছেলেদের চীৎকার। নানা প্রকার ফেরীওয়ালার যাতায়াত। ঢাকি ঢুলি কাঁসির বাদ্য। ফুলের মালা গলায় গ্রামের মাতব্বরদের কর্ম্মব্যস্ত যাতায়াত। লাঠি ও ছাল বৈঠে লইয়া লড়াইদের যাতায়াত। গাজন সন্ন্যাসীদের 'বাবা তারকেশ্বর' প্রভৃতি চীৎকার। গ্রাম্য মেয়েদের শিব পূজা করিতে যাওয়া। প্রসাদ বিতরণ। সাপুড়ের সাপ খেলান চীৎকার। লোকের হর্ষোৎফুল্ল দীনতাহীন জীবন পরিষ্কারভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে.

(টং টং করিয়া কাঁসি ও ডাগ্ ডাগ্ করিয়া ঢাকের বাদ্য। স্ক্রীন উঠিল। নাচিতে নাচিতে সাপুড়ের প্রবেশ।)

সাপুড়ে— ওরে ও মনসা তোর পায়ে পড়ি
মাগো—মা—
আর সাঁতালী পর্ব্বতে যাব না—।

চাঁদবেনে গড়লো সেথায়
লোহার বাসর ঘর—
তার মধ্যে লুকিয়ে দিলো
সোনার লখিন্দর—।
ও মনসা তোর পায়ে পড়ি মাগো—মা—
সাঁতালী পর্ব্বতে আর যাব না—।
ওঠ্ ওঠ্ বেউলে চাঁদবেনের ঝি
তোরে পাইল কাল নিদ্রা—
মোরে খাইলা কি ?
মাগো—মা

[সাপুড়ের প্রস্থান।

গ্রাম্য মেয়েরা শিব পূজা করিতে গেল। ছেলেরা মেলায় সওদা করিতে লাগিল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পণ্ডিতের প্রবেশ। পিছনে শশী, তার হাতে বারকোষে প্রসাদ সাজান আছে।)

পণ্ডিত—ওরে আর কে কে প্রসাদ নিয়ে যাবি আয় না—

(দু একজন আগাইয়া আসিল। পণ্ডিত তাহাদের প্রসাদ দিল)

(বসির প্রভৃতির প্রবেশ।)

বসির—এবারে নাটি খেলায় আমাদের ওস্তাদ যদুপতি বিষ্টু গেরামকে হাইরে দিয়েচে ; তাই রমজানের মা যে গামছা জোড়াটা পাঠিয়েচে তাই যদুকে পুরস্কার করা হ'লো। আর শোন সব, এর সূতো রমজানের মা নিজে হাতে কেটেচে আর রমজান জোলা নিজে বুনেচে এই গামছা। ওরে ঢাকে কাটী দে ঢাকে কাটী দে……।

(গুড় গুড় করিয়া ঢাক বাজিয়া উঠিল)

হরিচরণ—এবারে বাচ খেলায় আমাদের রমজান ফাষ্টো হইচে। ধরো ওর তরে আমরা একখানা নতুন কাপড় ওকে দিচ্ছি—আমাদের সোণা গাঁয়ের তরফ থেকে।

(কাপড় দান ও ঢাকের বাদ্য)

যদুপতি—বল ভাই সোণা নদীর জয় সোণা গাঁয়ের জয়।

(জনতা জয়গান করিয়া উঠিল। নটবরের প্রবেশ)

নটবর—সন্ধ্যে হয়ে এলো, এবারে নাচগান হবে। আবার রাত্তিরে শিবের তলায় বাজী পোড়ান হবে।

(গ্রাম্য ছেলে বুড়োর দল গান গাহিতে গাহিতে
গ্রাম্য ঢংএ নাচিতে লাগিল)

আমরা চাষী মাটীর ছেলে—
চিনেছি চিনেছি লাঙল।
চল্ চলে চল্ আগে রে—
লক্ষ হাতে টান্‌ছি মোরা
চাষেরি লাঙল রে—
চল্ চলে চল্
হালের ফলায় জীবন জাগে
হাসে সোনারই ফসল রে—
রৌদ্র জলে মিলে মিশে
ভুবন ভরি ধানের শীষে
লক্ষ হাতে টান্‌ছি মোরা
চাষেরী লাঙল রে—
চল্ চলে চল্॥

(দূরে ও কাছে বাজী পোড়ান হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ষ্টেজের লোক সরিয়া গেল—ষ্টেজ একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল। আলো কমিয়া আসিল। নেপথ্যে কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনি বাজিয়া মিলাইয়া গেল। মৃদু বেহালা বা বাঁশী বাজিতে লাগিল।)

(নিধুর প্রবেশ)

নিধু—আমার শ্রীকণ্ঠকে ধরে নিয়ে গেলো—। কত আলো ! সোণা গাঁ ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল সোণা হয়ে উঠ্‌লো, আমার চারপাশ কালো অন্ধকার হে ভগবান এই কি তোমার বিচার ?

নিধু বসিয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধে চাহিল।

(জলন্ত রং মশাল হাতে নীলকণ্ঠের প্রবেশ)

নীলকণ্ঠ—দাদু তুমি এখানে বসে, চল চল বাজী পোড়ান দেখ্‌বে না ?

নীধু—বাজী হ্যাঁ—। চল্ চল্‌······দাঁড়া আমার শ্রীকণ্ঠকে ডাকি। ওরে তুই যাস্‌নে দাঁড়া দাদু একা যাস্‌নে লোকের ভীড়ে তুই আমার হারিয়ে যাবি দাদু হারিয়ে যাবি······

(মিথ্যা ভয়ে নিধু নীলকণ্ঠকে জড়াইয়া ধরিল। পটক্ষেপন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

১৩৫০ এর বাংলা। দুই বৎসর পরে আবার সেই চণ্ডীমণ্ডপ। সংস্কার অভাবে হতশ্রী চণ্ডীমণ্ডপ। মাতব্বরদের চেহারা সেই দুই বৎসরের মধ্যে যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। আজ দুই বৎসর মন্বন্তর দেখা দিয়াছে—তাহার উপর এবারে বৃষ্টি নাই, সোণা নদী শুকাইয়া গিয়াছে। গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সেই দীনতাহীন জীবন যেন শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছে।

হরিচরণ—আর ত চলেনা নটবর, ঘর সংসারও রক্ষে হবেনা জমিও রক্ষে হবেনা এম্‌নি ক'রে কতদিন আর চল্‌বে ?

যদুপতি—তার উপুর দেখ হেনস্তা এবার ত এখনও বৃষ্টিই নামল না. জমি সব ধু ধু করছে পোড়া কাঠের মত।

বসির—তখনই বলেছিনু মোড়ল দালালদের কাছে ধান বেচে কাজ নেই। তুমি বল্লে চড়া দাম পাচ্ছি দাও বেচে। সারা গাঁ খানা একবার ঘুরে এস দেখি তুমি কেমন এক বস্তা চাল বার করতি পার !

পণ্ডিত—পর পর দু বছর এম্‌নি করে গেলো এবারে কি ভগবান মুখ তুলে চাইবেন না ?

যদুপতি—তুমি থাম ঠাকুর !—কেবল ভগবান ভগবান ক'রোনা। শুধু কল্‌মি চচ্চড়ি আর গুগ্‌লীর ঝোল খেয়ে ভগবানের দোহাই দিয়ে

পড়ে থাক্‌লে হবে? পাঁচজনে এসেচ এখানে উপায় একটা বাৎলাও—

হরিচরণ—বলি উপায়টা কি বাৎলাব শুনি? সহর থেকে নৌকো এলো, নরি এলো, হুস্ হুস্ করে ধান বোঝাই করে নিয়ে গেলো দালালরা……।

যদুপতি—নাও ঠেলা। সে দোষ দাও কাকে? বলি ধান তুমি বেচনি? তুমি বেচনি ধান?

পণ্ডিত—লড়াই লেগেছে……।

বসির—লড়াই লেগেছে সেই সাত সুমুদ্দুর তেরো নদীর পারে আর আমাদের গোলায় হাত পড়ল, বলি এর বৃত্তান্তটা কি শুনি?

রমজান—এর বিহিত করবে কেডা?

(বাহিরে শোনা গেল "বল হরি হরি বোল"—)

যদুপতি—ঐ শোন আবার কার পিদ্দীমের তেল ফুরুল—

নটবর—বলি কে যায়—?

(বাহির হইতে একজন বলিল "ওপাড়ার দামু ঘোষাল গো"—)

সকলে—দামু!!!

হরিচরণ—হায় হায়—পুড়ে গেল দামুর সংসারটা। সোণার সংসার তার পুড়ে গেলো—বৌ গেল, ছেলে গেলো, ছেলের বৌ গেল নাতি নাত্‌নি……হায়—হায়—হায়……

যদুপতি—বলি এখন হয়েচে কি—সারা সোণা গাঁ খানা পুড়ে যাবে।—ধুত্তোর নিকুচি করেচে—মোড়ল আমি চলে যাব সহরে। সরকারী কাজে লোক ভর্ত্তি করচে শুনিচি—কালই চলে যাব—।

রহমন—তোর বাপ মরে গিয়ে ল্যাটা চুকে গেছে, আমার মাকে ফেলে আমি যাই কোথা বল—

(ন'কড়ির প্রবেশ)

ন'কড়ি—বলি ভাল ভাল, পেন্নাম হই পণ্ডিত। তোমরা মাতব্বররা সব আছই তা হলে, ভেবে চিন্তে কি ঠিক করলে?

নটবর—না ন'কড়ি ধান আমরা আর বেচবো না। মাত্র কটা বীজ ধান পড়ে আছে। জল যদি হয়······

ন'কড়ি—হি—হি—হি। হাসালে নটবর! শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন পার হয়ে কার্ত্তিক আস্তে চল্ল, জল কি আবার পোষ মাঘের শীতে হবে নাকি? বলি কলি কি উল্টে গেল নাকি নটবর?

বসির—ধান আমরা আর বেচবো না—

ন'কড়ি—বেচনা। কে তোমাদের বল্‌চে বেচতে? বলি ন'কড়ি পোদ্দারকে না হয় ঠেকালে জমিদারের পেয়াদাকে ঠেকাবে কি দিয়ে? সে ত চোখ রাঙানি শুন্‌বে না। কড়াক্রান্তি হিসেবে আদায় করে নেবে সব, কারুর বাপের খাতির রাখবে না—।

যদুপতি—দেখ ন'কড়ি দুটো কাঁচা পয়সা হয়েছে বলে আর জমিদারের হাতের লোক্‌ বলে যখন তখন খামকা বাপ তুলিও না বল্‌চি—

ন'কড়ি—এ্যই ন্থাখ মোড়ল, বাপ তোলান্থ কখন? এ্যাঁ! বাপ যদি তুলিয়ে থাকি তবে আমার নামে তুমি কুকুর পুষো—বাপ তোলান্থ কখন এ্যাঁ···!

বসির—দেখ ন'কড়ি তোমার কথায় আর আমরা ভুলচি না। মানে মানে সরি পড়।—তুমি যে সরকারী দালাল তুমি যে চোর জোচ্চোর সব আমরা জান্‌তে পেরিচি—

ন'কড়ি—থাক্‌—থাক্‌—বলি যোলুইএর বিষ বেশী ঢোড়া নাড়ে ফণা—সেই বৃত্তান্ত।

যদুপতি—মুখ সাম্‌লে কথা বোল ন'কড়ি—

নটবর—আঃ অ যদু…

যদুপতি—আমরা মরছি নিজের জ্বালায় আর উনি এলেন সলা পরামর্শ দিতে—।

নটবর—তোমরা কি শেষে দাঙ্গা হাঙ্গামা করবে?—চুপ করো—চুপ করো।

ন'কড়ি—ছোটলোকের অত তেজ ভাল নয় নটবর ও থাকবে না—

যদুপতি—খবর্দ্দার বল্‌চি—তোমায় আজ মেরেই ফেলবো—

(ধাঁ করিয়া যদুপতি ন'কড়ির রগে একখানা ইট ছুড়িয়া মারিল, ন'কড়ি পড়িয়া গেল।)

নটবর—একি করলে যদু, মানুষটাকে খুন করলে?

নিধুর প্রবেশ।

নিধু—সোণারগাঁয়ে আগুন ধরে গেলো। ধূ-ধূ ক'রে জ্বল্‌চে চিতা। সব পুড়ে যাবে—পালিয়ে যা—পালিয়ে যা তুই, তোকে ওরা জেলে ধরে নিয়ে যাবে পালিয়ে যা—।

(মূঢ় যদুকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল নিধু—পটক্ষেপণ)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নটবরের বাড়ী। নটবর ও বসির মিঞাতে কথা হচ্ছিল। তখন রাত্রি—বাহিরে ঘন দুর্য্যোগ।

নটবর—নাও বৃষ্টি বৃষ্টি—বৃষ্টি, এবারে বৃষ্টির ঠ্যালা সামলাও। সাতদিন ধরে এমন বৃষ্টিও ত কখনও দেখিনি। লোকে যে পচে মরবে মিঞা!

বসির—আল্লার খেল মোড়ল, সবই আল্লার খেল…। তাহ'লে কি বল, খানিকটা জমি বেচি? হাল গরু ত সব বেচে খেয়েচি, আবার ত সব করতে হবে, নইলে পোষের মধ্যে নতুন ধান নাবাতে পারবো কেনো?

(একটী ছিন্ন ছাতা মাথায় ও ভুষাপড়া ভাঙা হ্যারিকেন হাতে হরিচরণের প্রবেশ)।

হরিচরণ—বাপ্‌রে—বাপ্‌রে—বাপ! একেবারে আকাশ ছেঁদা হয়ে বৃষ্টি হচ্ছে দেখ্‌চি; আমার তো ভাল বোধ হচ্ছে না মোড়ল। সোনা নদীর এম্‌নি গতর হয়েছে—রাগে ফুলে ফুলে উঠ্‌চে জল, পুরোণো বাঁধ বোধ হয় রাখতি পারবে না—

নটবর—বল কি হরিচরণ, এ খবর তুমি পেলে কোথা?

হরিচরণ—রথতলার মোড়ে আস্‌তি আস্‌তি দেখি দূর থেকে সোঁ সোঁ করে শব্দ আস্‌ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি বালিয়াড়ির চর ভেঙে ভেসে কোথায় তলিয়ে গেছে—সোণা নদী ক্ষেপে ছুটেছে বড় গাঙের দিক থেকে—

বসির—আজ রাতে সাবধান থেকো মোড়ল।

নটবর—এই দুর্য্যোগের রাতে কোন্ সাহসে তুমি বাড়ীর বার হয়ে এলে হরিচরণ?

হরিচরণ—এসেচি কি আর সাধে? ঘরে নেই একমুঠো চাল। কাল থেকে গুষ্টি শুদ্ধ না খেয়ে আছে।

(হরিচরণ বস্ত্রান্তর হইতে একখানি কাঁসি কম্পিত হাতে বার করিয়া ধরিল)

হরিচরণ—এইটে রেখে দু মুঠো চাল তোমায় দিতেই হবে মোড়ল, নইলে কচিগুলো শুকিয়ে মরে যাবে—বাঁচ্‌বে না……।

নটবর—আমার কাছে তুমি কাঁসি বাধা দিতে এসেছ হরিচরণ? থাকলে আমি তোমায় ওম্‌নিতেই দিতুম। এক মুটো বীজ ধানও রাখিনি—

(হঠাৎ বাহিরে হট্টগোল চীৎকার শোনা গেল—"বাঁধ ভেঙেচে বাঁধ ভেঙেচে" "হড়পা—হড়পা"। "সামাল সামাল কেউ বেরিও না"—চীৎকার ডাকাডাকি ছুটাছুটীতে অন্ধকার ষ্টেজটী মুখরিত হইয়া উঠিল।)

[বসির, নটবর ও হরিচরণের দ্রুত প্রস্থান।

(নেপথ্যে"যেও না—যেও না ওদিকে"—ওগো আমার ছেলে ?—আমার ছেলে কোথা ?—"মা—মা—মাগো—!" "দাদু—দাদু..........." "নীলু নীলু—নীলু !!!" "খোকন ! খোকন !!" "সোণা !" "ওরে আমার মানিক রে—' যা যাঃ ভেসে গেলো—"

(নটবর বাহির হইতে চীৎকার করিয়া কহিল—"মেয়েদের সব সরিয়ে দাও গাজন তলার মন্দিরের উপর, ভয় নেই—ভয় নেই "—কিছুক্ষণ পরে মঞ্চ স্থির হইলে একজনকে লইয়া বসির ও নটবরের প্রবেশ।)

নটবর—এখনও একটু একটু শ্বাস বইচে—দেখত মিঞা !

(বসির হেঁট হইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিধুর প্রবেশ)

নিধু—নটবর ! হারিয়ে গেছে আমার লাঠিখানা হারিয়ে গেছে নটবর—

নটবর—জ্যাঠা—জ্যাঠা !!

নিধু—আমার শ্রীকণ্ঠ জেলে—আমার নীলকণ্ঠ সোণা নদীর তলায় তলিয়ে গেল। ধরতে পারলুম না এই হাতে। সে কেঁদে উঠে

বল্লে—"দাদু—দাদু" ; বল্লুম দাঁড়া ভাই। আমি রইলুম—সে তলিয়ে গেলো। (নিধু ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

ঐ শোন নটবর কে কাঁদছে না ? দাদু দাদু—দাঁড়া ভাই—

(নিধু অগ্রসর হইল)

নটবর—জ্যাঠা আর এগিয়ো না——এগিয়ো না——হড়পা——বাঁধ ভেঙেছে—

(নিধুকে চাপিয়া ধরিল)

নিধু—ছেড়ে দে, আমায় ছেড়ে দে, আমার লাঠিখানা হারিয়ে গেছে—নীলকণ্ঠ আমার তলিয়ে গেছে সোণা নদীর তলায়······। নীলু ফিরে আয়—ফিরে আয়—ফিরে আয়······।

(ধীরে ধীরে পর্দ্দা নামিয়া আসিল)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ। গ্রামছাড়া গৃহহারা অসহায় নর-নারী
পথে বাহির হইয়াছে।

নটবর—কই হে পণ্ডিত তোমরা নড়ে চড়ে এসো—বেলা যে গড়িয়ে এলো। রোদ্দুর উঠে খাঁ খাঁ করচে যে—

(বৃদ্ধ রুগ্ন পণ্ডিত লাঠি ভর দিয়া প্রবেশ করিল
একজনের হাত ধরিয়া।)

পণ্ডিত—আর যে পারিনে ভাই নটবর, আর যে পারিনে। তোমরা না হয় এগিয়ে যাও, আমি এখানে একটু বিশ্রাম করি।

নটবর—আর একটু ভাই আর একটু। তারপর আমরা ঐ নদীটার ধারে গিয়ে বিশ্রাম করবো। একি! তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে পণ্ডিত দেখ দেখি···। এত জ্বর হয়েছে, কই আমাকে ত তুমি বলনি!

পণ্ডিত—(অশ্রুসিক্তকণ্ঠে) কত আর বলব নটবর, নিজের ভায়ের চেয়ে বেশী যত্ন করে তুমি আমায় নিয়ে আসৃছ সেই কতদূ—র থেকে! আর কত বলব?

নটবর—ওহে বসির···হরিচরণ, তোমরা এস তাড়াতাড়ি···।

পণ্ডিত—আমায় এইখানেই একটু বিশ্রাম করতে দাও নটবর! তোমরা এগিয়ে যাও।

নটবর—আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে—

(বসির মিঞার প্রবেশ)।

বসির—মোড়ল রহমানের মা বমি করছে কেবল। রাস্তার মাঝে শুয়ে পড়ল বেবাক। হরিচরণের স্ত্রীরও খুব জ্বর নড়তে পারছে না।

নটবর—কি আশ্চর্য্য, মেয়েদের রেখে এলে কোথা? কে আছে সেখানে? এ্যই দেখ, চল চল…।

(উভয়ের প্রস্থান। একটী ছেলে কাহার বাগান হইতে একছড়া কলা চুরি করিয়া খাইতেছিল, তাহার বাপ আসিয়া তাহাকে ধরিল)

বাপ—এই হতচ্ছাড়া ছেলে কলা কোথায় পেলি? কার বাগান থেকে চুরি করেছিস্?

হুলো—বেশ করেছি চুরি করেচি, তোমার গাছ?

(হুলো কলা খাইতে লাগিল)।

বাপ—কার সর্ব্বনাশ করেছিস বল—বল শীগ্‌গির।

হুলো—আহা আমি বলে দিই তুমি যাও অম্‌নি, সেখানে আর এক ছড়া আছে বলে!

বাপ—দে—দে ছুটো—

হুলো—ইস্! আমি বলে ছু' দিন খাইনি কিস্সু। নিজে ত কাল এক কাড়ি আম্‌ড়া গিল্লে, আমায় দিয়েছিলে?

বাপ—সবগুলো খাস্‌নে বল্‌চি হুলো—

হুলো—বেশ করব খাব, তোমার কলা? আমি চুরি করেচি আমার কলা—

বাপ—তবে রে হতচ্ছাড়া…।

(বাপ তাহার ছেলের হাত হইতে কলা কাড়িয়া টপ করিয়া খাইয়া ফেলিল। ছেলেটী কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহা বাপকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া অস্থির করিয়া তুলিল)

বাপ—এই—এই হলো—ভালো হবে না বল্‌চি মাইরী—ভাল হবে না…

[উভয়ের প্রস্থান।

(নটবর ও বসিরের প্রবেশ)।

নটবর—তাইত ভাই কি করা যায় বলত? সহরের পথ যে এখনও অনেক বাকি।

(ক্রন্দনরত রহমানের প্রবেশ)।

রহমান—মোড়ল আমার মায়ের কি হবে? আমার মা যে ভিটে ছেড়ে আস্‌তে চায়নি—

নটবর—চুপ করো রহমান, উপায় একটা যা হোক করতে ত হবেই ভাই।

রহমান—আল্লা! তুমি ত জান, মা'র তরে পরবার একখানা কাপড় ছিলো না, খাবার তরে দু মুঠো চাল ছিলো না তাই তো ভিটে ছেড়ে আজ পথে এসেচি…।

[কাঁদিতে কাঁদিতে রহমানের প্রস্থান।

বসির—যে দিন সকাল বেলা গাঁ হতি বার হলাম সব ভিটে মাটী ছেড়ে, ওর মার সে কি কান্না! সে তুমি দেখনি মোড়ল, দেখ্‌লি পরে পাথরের বুকেও রোদন জাগে।

নটবর—রোদন আমার বুকেও কম জাগেনি বসির……তোমার বুকেও কম জাগেনি, আমরা বড় গাছ তাই বড় ঝড় আমাদেরই বুক পেতে সইতে হবে যে ভাই।

বসির—(আপন মনে) নিজের ভিটে ছিলো, গোলা ভরা ধান, জমি জমা, হাল, গরু, ছেলে, মেয়ে সবই তো ছিলো……কোথায় গেলো ?

(হাত বাঁধা অবস্থায় নিধুর প্রবেশ)।

নিধু—ফূঃ—ফূঃ—সব উড়ে গেলো এক ফুয়ে। আলাদীনের পিদ্দীমের মত নিবে গেলো। তোমার—আমার সকলের ভিটে অন্ধকার, সেখানে আর পিদ্দীম জ্বলবে না…চেরাগ জ্বেলে কেউ ঘণ্টা কাঁসর বাজাবে না……এঁ্যা ! আমার লাঠি ! নটবর আমার লাঠিখানা হারিয়ে গেছে—আমার নীলকণ্ঠ বালীয়াড়ির সঙ্গে সোণানদীর তলায় তলিয়ে গেছে……নীলু—আমার দাদু ভাই……।

[নিধুর প্রস্থান।

(পণ্ডিত হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল)।

পণ্ডিত—নটবর ! আমরা জিতেছি, আমরা জিতেছি, ওরে ঢাকে কাঠি দে। এবার গাজন গাওয়া হবে……কত আলো……কত বাজি……কে রহমান ? যদু ? হবিব ? হরিচরণ ?

নটবর—পণ্ডিত, পণ্ডিত আমি, আমি নটবর—

পণ্ডিত—নটবর ! ওঃ তুমি ! মনে পড়ে নটবর ছেলেবেলায় একদিন তোমায় আমি পাঠশালে কান মুলে দিয়েছিলুম ?

বসির—শুয়ে পড় পণ্ডিত, বেবাক শুয়ে পড়, তোমার যে ভারি ব্যামো হয়েছে—

পণ্ডিত—আমায় রেখে তোমরা এগিয়ে যাও, আমি একটু বিশ্রাম করি···

(পতন ও মৃত্যু)

নটবর—পণ্ডিত ! পণ্ডিত !! বসির পণ্ডিত আর নেই—

বসির—নেই ! জল জ্যান্তো মানুষটা নেই। একেবারে উড়ে গেলো !

(নিধুর প্রবেশ)

নিধু—আমার নীলুও নেই—পণ্ডিতও নেই। কেউ—থাকবে না,—সোণা গাঁয়ের পোড়া ছাই তোদের সকলের গায়ে মাখা আছে যে···সব মরবে—সব মরবে—কেউ থাকবেনা·········হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ······।

(অট্ট হাস্য করিতে করিতে নিধুর প্রস্থান।

[পটক্ষেপন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহানগরীর রাজপথ।

বসির—কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো রহমান, তার তো ঠিক পেলাম না কিছু। কাল রাতের অন্ধকারে যারা ছিলো আজ দিনমানের আলোয় কে কোথায় চলি গেলো।

রহমান—শুনেচি কোন ময়দানে নাকি ডাবু করে খিচুড়ি বিলি করচে মিনি পয়সায়, সেথায় যাতি পারো। এত বড় কোলকেতা সহর এত বড় অল্প লয়, কোথায় কারে খুঁজে বেড়াই ? যাক যে গেছে সে চুলোয় গেচে।

বসির—সেই ত কথা, মান সম্ভ্রমের বালাই ত কবেই গেচে। দু মুটো পেটে খাতি পাবার তরে কে যে কোথায় ছিট্‌কে পড়্‌ল—

রহমান—হ্যাঁরে মোড়ল গেল কোথা ? তাকে দেখচি না যে—

বসির—তার তো সকাল হতি খুব জ্বর। সে গেচে কোথায় কোন বিয়ে বাড়ীতে যদি কিছু আন্‌তি পারে···

(একজন খবরের কাগজওয়ালার প্রবেশ)

কাগজওয়ালা—গরম খবর। জার্ম্মানী ৩৫ মাইল এগিয়েচে। জাপানী নতুন করে চীনে সৈন্য চালান করচে। জোর লড়াই। চালের দর ৪০৲ টাকা।

রহমান—ওহে মুরুব্বি শোন শোন। আচ্ছা লড়াইটা কবে মিট্‌বে বল্‌তি পার ?

কাগজওয়ালা—সে খোঁজে তোমার দরকার কি হে ?

রহমান—চট্‌ছো কেন মুরুব্বি ?

কাগজওয়ালা—বলি কিন্‌বে কাগজ ? যত সব ভিকিরীর কাণ্ড—হুঁ···

[ব্যঙ্গভরে কাগজওয়ালার প্রস্থান।

(রহমান তাহার প্রতি ঘুষি তুলিল। বসির তাহার হাত ধরিয়া কহিল)

বসির—ছিঃ, রাগ করিস্ না রহমান, বল্লেই বা ভিকিরী, আমরা তো তা লইরে—

রহমান—দেখ চাচা কোলকেতার লোকগুলানের কথাবার্ত্তাগুলান বড় ট্যারা ব্যাঁকা। খাম্‌কা গাল পাড়ে কেন বলতো ? কি বা বলেচি আমি ওদের ?

এমন সময় রাস্তা দিয়া "ধর্ম্মতলা সেবা সমিতি" দুর্ভিক্ষের গান গাহিতে গাহিতে ও ভিক্ষা করিতে করিতে চলিয়া গেল—

"—শোন ওরে ও সহরবাসী
শোন ক্ষুধিতের হাহাকার—
দেশবাসী না এগিয়ে এলে
দেশ বাঁচানো বিষম ভার ॥
ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে
মা বেচে দেয় ছেলে মেয়ে—
শেষ সম্বল ইজ্জত বেচে জোটেনা
ক্ষুধার আহার······ ॥"

(গান শেষ হইলে নিধুর প্রবেশ)

নিধু—ওরা গান বেঁধেচে, ছড়া বেঁধেচে, আমাদের সোণাগাঁয়ের পলি মাটীতে কেন আগুণ ধরে গেলো সে হিসেব কেউ করলে না······। আমার হাত দুটো একবার খুলে দিতে পারিস্? আমার কেমন খুন করতে ইচ্ছে করচে······খুন······।

রহমান—চাচা যে! তুমি আবার কোথা থেকে এলে? এ্যাদ্দিন ছিলে কোথা?

নিধু—এ্যাঁ—সে অনেক দূর······ঢুক্‌তে দিলে না, জেলের ফটক থেকে তাড়িয়ে দিলে। তোরা আমার হাতটা খুলে দিতে পারিস? আমার কেমন খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে·········হা: হা:······হি: হি:।

বসির—পাগলামো করো না খুড়ো চুপ করে বসো, দেখ্‌চো মোড়ে মোড়ে চৌকিদার?

নিধু—তোরা খাবি কিছু? নে নে আমার ঝোলাতে আছে, লুচি তরকারী মেটাই······তোরা খা—খা······। (রহমান ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া লুচি ইত্যাদি বাহির করিয়া লোভার্ত্ত হইয়া

দেখিতে দেখিতে ক্ষুৎপীড়িতের মত খাইতে লাগিল। বসিরও তদ্রূপ করিতে লাগিল)

নিধু—মস্ত বড বাড়ী। কত আলো, কত বড় ভোজ। লুচি মেটাই ছড়াছড়ি। শানাই বাজচে পোঁ—পোঁ—পোঁ……ও—ও……ছি ছি………নীলুর জন্যে কুড়িয়ে এনেচি। খা খা তোরাই খা। আমার হাত দুটো খুলে দিবি ত?—হে ভগবান! হে বিচারক! আমাদের হাতের বাঁধন কি কোন দিন খুল্‌বে না? এই কি তোমার বিচার?

[নিধুর প্রস্থান।

বসির—চল্‌ চল্‌ ঐ কলটা থেকে পানি খেয়ে আসি।

উভয়ের প্রস্থান।

(একজন ভদ্রলোক একটী ব্যাগে করিয়া চাউল লইয়া যাইতেছিল একজন গুণ্ডা তাহাকে ধরিল)

গুণ্ডা—আরে মশায় শুনুণ শুনুণ—এ চাল আপনি পালেন কোথা থিকে ?

ভদ্রলোক—দোকান থেকে কিনে এনেছি বাবা।

গুণ্ডা—হুঁ—ব্ল্যাক মারকেটীং, করেচেন! সাচ্চা বলুন—চলুন আপনাকে পুলিশে যেতে হবে।

ভদ্রলোক—ছেড়ে দাও বাবা, এই নাও একটা টাকা দিচ্ছি বাবা, পান খেও তুমি, ছেলেদের মিষ্টি কিনে দিও……।

গুণ্ডা—রাখেন মশায় আপনার টাকা। টাকা কি দেখাচ্চেন? টাকার কি দাম আছে? এই নিন কটা নোট নিবেন আপনি, (নোট বাহির করিয়া) ঐ কাগজ দিয়ে কি পেট ভরবে?

ভদ্রলোক—গরীব বাবা, ছেলে পুলে পরিবার উপোস করে আছে—

গুণ্ডা—আর আমার পরিবার দুধ ভাত খাচ্চে না? চলুন পুলিশে ছাড়ুন চাল—পুলিশ—পুলিশ ! (চাল ছাড়িয়া ভীত হইয়া ভদ্র-লোকটী দ্রুত প্রস্থান করিল। আর একজন গুণ্ডা অপর দিক হইতে প্রবেশ করিল)

গুণ্ডা—হাঃ হাঃ যা শালা খুব দাঁও মারা গেছে—

২য় গুণ্ডা—দেখি কতগুলো পেলি ?

গুণ্ডা—যা শালা যা তোকে দেখ্‌তে হবে না।

(অপরের মাথায় চাঁটি মারিল)

২য় গুণ্ডা—আমায় দুটো দে মাইরী যাঃ এই—এই……।

গুণ্ডা—তোর বাবার চাল? (লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল অপর লোকটীকে)

নেহি মিলে গা—কভি নেহি—।

(প্রথম গুণ্ডা যাইতে উদ্যত হইলে ২য় গুণ্ডা উঠিয়া কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া উহার ঘাড়ে বসাইয়া দিল। কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া প্রথম গুণ্ডা পড়িয়া গেল। ২য় গুণ্ডা চারিদিক চাহিতে চাহিতে সেই চালের থলেটী লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। মঞ্চের সমস্ত আলো নিভিয়া গেল, আলো জ্বলিলে দেখা গেল স্ক্রীণ পড়িয়া গিয়াছে !)

তৃতীয় দৃশ্য

(রেশনের দোকানের সম্মুখে জনতা ; লাইনে ঠেলা ঠেলি মারামারি কথা কাটাকাটি প্রভৃতি চীৎকার চলিতেছিল। একটী চাপা 'চাল চাল' শব্দ শোনা যাইতেছিল)

বিপিন—এই ঠেলচিস্‌ কেনো ?

যোগীন—কই ঠেল্‌চি!

উপেন—চুপ করে দাড়াও সব সময় হলেই পাবে। ঠেলা ঠেলি করলেই কি চাল পাওয়া যাবে?

বিপিন—এই ছোকরা পেছন দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছ কেন হে?

লাইন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

মধু—সন্ধ্যে হয়ে আস্‌ছে বাড়ী যাব না? বাড়ী কত দূর, ভাই বোনেরা তাকিয়ে আছে আমি গেলে তবে রান্না হবে।

যোগীন—মারব এক চড়, আমরা বলে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি—

মধু—স্কুলের ছুটী হ'ল চারটের সময় সেই থেকেই ত আমি দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা সকালে নিতে পার না?

বিপিন—থাম্‌ থাম্‌ ডেঁপো ছোড়া, তোর চোদ্দ পুরুষের চাকর নাকি? —বেরো—।

মধু—গালাগাল দিচ্ছ কেন?

যোগীন—যা বেরো পুলিশে নালিশ করগে যা। (মধুকে লাইন হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল)

মধু—কেন তুমি আমায় লাইনের বার করে দেবে? বারে—

(মধু কাঁদিয়া ফেলিল)

উপেন—বেশ করবে—দূর হয়ে যা···

(ছেলেটী পড়িয়া যাওয়া বই খাতা ও কণ্টোলের ব্যাগটী লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। একটু পরেই ভিতর হইতে মোটরের হর্ণ ও "চাপা পড়েচে চাপা পড়েচে" শব্দ শোনা গেল। নটবর রক্তাক্ত মধুকে লইয়া প্রবেশ করিল)

নটবর—একটু জল, একটু জল আস্থন না কেউ আপনারা।

উপেন—ছেলেটাকে পিষে মেরেছে গো !

যোগীন—কার ছেলে হে তোমার ? বড় বদ ছেলে তো !

নটবর—আঃ, ভীড় ছাড়ুন আপনারা। একটু জল এনে দিন দেখি—

বিপিন—বলি তোমার ছেলে ?

নটবর—না, আমার ছেলে নয়, আমার কেউ নয়। আপনারা ভীড় ছাড়ুন।

যোগীন—সরে এস হে উপেন, পুলিশের হাতে আবার নাকানি চোবানি খেতে হবে :

উপেন—ঐ দেখ হে—ঐ দূরে জলের কল দেখা যাচ্ছে, যাও বাপু—এখানে আর হাঙ্গামা ক'র না।

[মধুকে লইয়া নটবরের প্রস্থান।

বিপিন—আহা ! দু'মুঠো চালের জন্মে মৃত্যুকে মাথায় করে এনেছিলো ছোকরা—। কই হে হোল ? দাও না,অনেকক্ষণ যে দাঁড়িয়ে আছি।

(এমন সময় দোকানদার মাড়োয়ারী শেঠজীর সহিত কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল। মাড়োয়ারীটী বহুদিন বাংলায় থাকিয়া ঘু ঘু হইয়া উঠিয়াছে। চোরা-কারবারীতে দু'পয়সা করিয়া লইয়াছে)

দোকানদার—যাও সব, আজ টাইম হয়ে গেচে, আজ আর চাল পাওয়া যাবে না, যাও ।

যোগীন—চাল পাওয়া যাবে না ! অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি যে মশাই—।

উপেন—না দিলে চলবে না মশাই—।

(জনতা 'চাল চাল' করিয়া হল্লা করিয়া উঠিল)।

দোকানদার—আঃ, গোল ক'র না, আমি কি করব, চাল ফুরিয়ে গেছে—নেই, কাল এস দেখা যাবে—যাও।

(জনতা পুনরায় হল্লা করিয়া উঠিল)

দোকানদার—এই রাম সিং—

(রাম সিংএর প্রবেশ)

রাম সিং—এই ভাগো, হল্লা করো মৎ, আবি নেই হোগা—ভাগো।

(রাম সিং ঠেলিয়া জনতাকে সরাইয়া দিল।)

শেঠজী—বহুৎ খারাপ কাম আছে বাবুজি—

দোকানদার—হ্যাঁ, আর জন্মে পাপ করে ছিলুম—তাই এই জন্মে ভিকিরী ভোজন করাতে করাতে প্রাণ গেল মশাই। (চুপি চুপি) সত্যি কথা বল্‌তে কি (ঘুষের ইঙ্গিত করিল) এই দিয়ে আর খেটে খুটে কিছু থাকে না।

শেঠজী—দেখেন নোণীবাবু, হামার বাতঠো ভুল্‌বেক না কিন্তু। কুছু না হয় আপনাকে ধরিয়ে দোব, সওয়া দু'মণ চাল হামাকে বার করিয়ে দিতেই হোবে।

দোকানদার—কিন্তু আমার কথাটাও মনে থাকে যেন। আস্‌চে মাসে মেয়ের বিয়ে, পাঁচ ছ'শো লোকের আয়োজন করতে হবে। সেই সময় যেন…

শেঠজী—(ধূর্ত্তের মত খ্যা খ্যা করিয়া হাসিয়া) সে কি কথা বোল্‌চেন বাবুজি—সে কি কথা বোল্‌চেন,রূপেয়ার জন্যে চিমন্‌লাল ডরাবে না, এক পাই ভি মারে গা নেহি। হামার দিকে একটু আপনি মেহেরবানি কোরেন।

দোকানদার—আচ্ছা আচ্ছা সে হবেখ'ন—তার জন্যে ভাব্‌না নেই।

শেঠজি—রাম রাম বাবুজি। ব্ল্যাক আউটে সড়ক আন্ধার হোয়ে আছে।

দোকানদার—হ্যাঁ, সে আর বলবেন না শেঠজি, কর্ত্তারা করবার মধ্যে ঐ টুকুই করেচে। রাম রাম—নমস্কার।

শেঠজি—নোমস্কার নোমস্কার—

(শেঠজীর প্রস্থান। উপেনের প্রবেশ)।

উপেন—দেখুন মশাই, শুনুন—চাল আছে?

দোকানদার—না। চাল নেই। (প্রস্থানোদ্যত)

উপেন—মানে ইয়ে, আমি কিছু বেশী করেই দোব। বেশী নয়—আধ মণটাক হ'লেই হবে।

দোকানদার—আমরা মশাই খুচ্‌রো ব্ল্যাক মারকেটিং করিনে। যান যান, হবে না। ওরে হারু, দোকান বন্ধ করে গুছিয়ে নে। তোরা সব বাড়ী যা।

(প্রস্থান)।

(ষ্টেজ আব্‌ছা অন্ধকার হইলে নিধুর প্রবেশ তার হাত দুটী খোলা।)

নিধু—(ফিস্ ফিস্ করিয়া) এত বড় রাজ্যিটা কি ঘুমিয়ে পড়ল? দু'দিন ধরে একটু ফ্যান, দু'মুঠো ভাতের জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরলুম; এরা কি মানুষকে না খেতে দিয়ে মারবে?

(রাস্তার পাশের ডাষ্টবিন হইতে নিধু খাদ্য খুঁজিয়া খাইতে লাগিল। এমন সময় ব্যাগ হাতে দোকানদারের প্রবেশ। ছুটীয়া নিধু তাহার গলা টীপিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল)

দোকানদার—কে ?

নিধু—তোর ঝোলায় খাবার আছে ? আমার কেমন খুন ক'রে খেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে—দু'দিন খাইনি কিনা—

(দোকানদার কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নিধু ঝোলা হইতে টাকার পুঁটলী বাহির করিল। দেখিতে দেখিতে সে হিংস্র হইয়া উঠিল)

নিধু—খাবার নয়—খাবার নয় ! টাকা !

(টাকাগুলিকে বুকে করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল।)

ওরে নটবর—ওরে বসির—রহমান—হবিব—মনসুর—যদু—কুড়িয়ে নে কুড়িয়ে নে।

(পাগলের মত নিধু অট্টহাস্য করিয়া টাকা ছড়াইতে লাগিল। হৈ হৈ করিয়া ৫।৭ জন লোক আসিয়া পড়িল।)

১ম ব্যক্তি—খুন করেচে ধর ধর—

নিধু—আমি খুন করেচি। আমায় জেলে নিয়ে চলো তোমরা। সেখানে আমার শ্রীকণ্ঠ আছে। হে ভগবান, হে বিচারক···। না—না ! ! নেই—তুমি নেই, তুমি নেই—সব মিথ্যে—তুমি নেই।

(জনতা নানা প্রকার গোলমাল করিতে লাগিল।)

২য় ব্যক্তি—নাঃ, ধড়ে প্রাণ নেই—

১ম ব্যক্তি—পুলিশ ডাক না—পাগল—পাগল···

৩য় ব্যক্তি—ধরে পুলিশেই নিয়ে চলনা—

নিধু—পাগল! আমি পাগল!! কোন দিন কি তোমাদের শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ ছিল না?…কেন…কেন আমি পাগল?

(ভীড় ঠেলিয়া নটবরের প্রবেশ)।

নটবর—জ্যাঠা!

নিধু—কে নটবর?……ওরে আমার নীলকণ্ঠ যে বালীয়াড়ির চরে ডুবে গেলো, তার পলিমাটীতে সবুজ ধানের চারা গঁজিয়েচে—সোনা গাঁয়ের সোণার ধান পেকে উঠেচে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? উই—উই…যে দূরে, তোরা ফিরে যা, সোনা গাঁ তোদের হাত ছানিদে ডাকৃছে……।

নটবর—জ্যাঠা—জ্যাঠা—!!

নিধু—আমার শ্রীকণ্ঠ, আমার নীলকণ্ঠ মানুষের ভীড়ে হারিয়ে গেলো, আমি তাদেরই খুঁজতে চল্লুম—তোরা গাঁয়ে ফিরে গিয়ে—গাঁয়ের মাটীতে শক্ত ক'রে লাঙলটাকে চেপে ধরগে যা নটবর।

যবনিকা।

জয়-পরাজয়।

মেয়েদের নাটীকা।

শ্রীমান অজিতকুমার চন্দ্র

সুপ্রিয়েষু

কল্যাণীয়,

সঙ্ঘের উৎসবের জন্যে তুমি মেয়েদের একখানা নাটীকা লিখে দেবার অনুরোধ আমাকে বহুবার করেছিলে। আমি তাই ছোট্ট নাটীকাখানা রচনা ক'রে তোমার নামেই জড়িয়ে দিলাম—এটা আমার স্নেহের উপহার মাত্র।

মেয়েদের বাৎসরিক উৎসবে এই নাটীকার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেচে, তা'দের উৎসাহ ও তোমার পরিশ্রম আমার আগামী দিনের নাটীকা রচনার পাথেয় হ'য়ে রইল।

কিশোর সঙ্ঘ, চন্দননগর
মহালয়া—১৩৫২।

তোমার কাকা

জয়-পরাজয়—

—চরিত্র—

সীতা—

শ্যামলী—

দীপ্তি—

ইরা—

অন্যান্য মেয়েরা।

সভানেত্রী—জনৈক শিক্ষয়িত্রী—মণ্টু।

জয়-পরাজয়

প্রথম দৃশ্য

"মৃন্ময়ী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে"র হলঘর।

স্ক্রীন উঠিবার কিছুক্ষণ পরে টং-টং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া মেয়েদের স্কুলের টিফিন ঘোষণা করিল। হুড় হুড় করিয়া কলোচ্ছ্বাসে মেয়েরা মঞ্চ দিয়া যাতায়াত করিল। কাহারও হাতে স্কীপীং রোপ—কাহারও হাতে টিফিন কেরিয়ার ইত্যাদি। ছোট একটী মেয়ে স্কীপীং করিতে করিতে চলিয়া গেল। পরে আরও চার পাঁচটি মেয়ে তর্কাতর্কি করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

রমা—না ভাই, আজ আবার নতুন ক'রে খেল্‌তে হবে—এস পড়াই·

"আইকম বাইকম তাড়াতুড়ি
যদু মাষ্টারের খড়ের বাড়ী—
বৃষ্টি পড়ে ঝমা ঝম্
পা পিছ্‌লে আলুর দম······।"

জয়া—তুমি চোর—

জয়া—রোজ রোজ আমি চোর হ'তে পারব না—

লতা—বারে, পড়িয়ে হোল ত!

জয়া—আমি ত ভাই কাল চোর হলুম—

মীরা—খেল্‌বে ত খেল ভাই—

জয়া—আচ্ছা নাও--

শান্তি—সাত চোরে কিন্তু কানামাছি দিতে হ'বে। নাও চোখ বোজ—

রমা—কটা আঙ্গুল নড়ছে ?

জয়া—পাঁচটা

লতা—চল চল······

(নমিতা চোখ বুজিয়া দাঁড়াইল, কলোচ্ছ্বাসে দুরন্ত মেয়েগুলির প্রস্থান। শ্যামলীর বই পড়িতে পড়িতে প্রবেশ। জয়ার সহিত সে ধাক্কা খাইল)।

জয়া—এই কে রে—? (চোখ খুলিয়া) দেখ্‌তে পাইনি শ্যামলী দি—

শ্যামলী—দূর বোকা মেয়ে ! কি খেলচিস্—চোর চোর ? ভিতর হইতে মেয়েদের তীব্র একটী "কূ" শব্দ আসিল।

জয়া—হ্যাঁ······

(জয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। শ্যামলী একখানি বই পড়িতে লাগিল। সীতার প্রবেশ)

সীতা—ওমা ! তুই এখানে বসে ? টীফিন হ'তে আমি তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—দিন রাত অত পড়া ভাল নয় শ্যাম্‌লী, রাখ রাখ—

(বই কাড়িয়া নিল)

শ্যামলী—না ভাই সীতা—ইরার কাছ থেকে আজকের জন্য চেয়ে নিয়েছি—কাল ফিরিয়ে দিতেই হবে······।

সীতা—কি পড়ছিস্ ? ইংরিজি !—কেন তোর বই কি হোল ?

শ্যামলী—আমার ইংরিজি বই ত নেই ভাই—

সীতা—নেই! আমায় বলিসনি কেন? আমার কাছে দু'খানা আছে, এত কষ্ট ক'রে পড়বার কি দরকার?

(অনেকগুলি মেয়ে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে চলিয়া গেল)।

শ্যামলী—এবারে স্কুল থেকে বৃত্তি না পেলে মা আর পড়তে দেবে না বলেছে—।

সীতা—এবারে যা' পড়তে লেগেছিস্—আমি আর ফাষ্ট হ'তে পারব না, এবারে তুই-ই ফাষ্ট হবি। নে-নে এখন চল……।

(শ্যামলীকে টানিয়া সীতার প্রস্থান)।

(হুড়াহুড়ি করিতে করিতে মেয়েগুলির পুনঃ প্রবেশ)।

মীরা—কেমন শান্তি, হও তো এবার কানামাছি—

জয়া—তুই না বলেছিলি সাত চোরে কানামাছি—এইবার?

শান্তি—আচ্ছা দেখ—তোকেই ধরব।

(রমা শান্তিকে রুমাল দিয়া কানামাছি করিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে টানিতে টানিতে ছড়া কাটীতে লাগিল—“কানা মাছি ভোঁ ভোঁ যা'কে পাবি তাকে ছোঁ”—……। কিছুক্ষণ পরে দীপ্তি ও রেখার প্রবেশ।)

দীপ্তি—ও সব চাল—চাল, ভাল মেয়ে তাই দেখাচ্ছে, ফাষ্ট হ'বে না ঘেঁচু হ'বে—।

রেখা—তোমার আর কি ভাই, তোমার বাবা প্রেসিডেণ্ট—তোমাকে কেউ কিছু বল্‌তে পারবে না।

দীপ্তি—দেখ্—সীতার সঙ্গে শ্যামলী অত ঘুরে বেড়ায় কেন বল দেখি ?

রেখা—ওরা ভাল ভাল মেয়ে, ফার্ষ্ট—সেকেণ্ড হয়, ওদের কথা আলাদা—

দীপ্তি—শ্যাম্লীটা কি ঘুঘু দেখেচিস্ ? নিশ্চয়ই সীতার কাছ থেকে কিছু বাগাবার চেষ্টাতে ঘুরচে……।

রেখা—কি রকম ক'রে স্কুলে আসে দেখিচিস্ ?

দীপ্তি—ঠিক কাঠ কুড়ুনী—

(দ্রুত সীতার প্রবেশ, সে তীব্র কণ্ঠে কহিল—)।

সীতা—কে কাঠ কুড়ুনী দীপ্তি ?

দীপ্তি—কে আবার—তোমার বন্ধু শ্যামলী।

সীতা—কাঠ কুড়ুনী হোক—তা' ব'লে তোমার মত বছর বছর অঙ্কে গোল্লা পায় না—

দীপ্তি—আচ্ছা আচ্ছা—ওতেই ফেটে পড়চিস্! চলে আয় রেখা চলে আয়…

(দীপ্তী ও রেখার প্রস্থান। একটী চাঁদা তুলিবার বাক্স হাতে ইরার প্রবেশ)।

ইরা—এই যে ভাই সীতা—"রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতীর" চাঁদাটা আজ এনেছ ?

সীতা—এনেছি ভাই, পয়সাটা আমার ব্যাগে আছে—তুই ক্লাশে নিস্ কেমন ?

(শ্যামলীর প্রবেশ)।

ইরা—শ্যামলী, তুমি কিছু চাঁদা দেবে না ?

শ্যামলী—চাঁদা ? নিশ্চয় দোব, এখন ত আমি দিতে পারব না ভাই, আমি ইংরাজি মাসের দোস্‌রা তারিখে দোব।

ইরা—আচ্ছা।

(ইরার প্রস্থান)।

সীতা—কিরে, তোর মুখটা শুক্‌নো কেন শ্যামলী ?

শ্যামলী—তুই দীপ্তিকে কি বলেছিস্ ? সবিতাদির কাছে ও নালিশ করছিলো তোর নামে ?

সীতা—বেশ করেছি বলেছি—ওঃ, দীপ্তিকে ভয় নাকি ?

(এমন সময় ঢং ঢং করিয়া টীফিন শেষ হইবার ঘণ্টা পড়িল)।

শ্যামলী—কি দরকার ভাই ?

সীতা—চল্ চল্ ক্লাসে চল—যা' হ'বার তাই হ'বে।

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যতভাব—এমন সময় পটক্ষেপণ হইল)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(শ্যামলীদের বাড়ীর ঘর। শ্যামলী বসিয়া বসিয়া একখানি বই মুখস্থ করিতেছে ও মাঝে মাঝে একখানি কাঁথা শেলাই করিতেছে। তীর ধনুক হাতে শ্যামলীর ছোট ভাই মণ্টু আসিয়া প্রবেশ করিল।)

মণ্টু—এই দিদি—

শ্যামলী—কিরে মণ্টু ?

মণ্টু—আবার খুলে গেল যে, বেঁধে দাও না।

শ্যামলী—এখন বিরক্ত ক'রনা ভাই, আমি পড়ছি যে !

মণ্টু—বারে—আজ ত ছুটী—

(দিদির হাত হইতে মণ্টু বই কাড়িয়া লইল)

শ্যামলী—আচ্ছা মণ্টু, এবার আমি ফাষ্ট হ'লে তুই কি প্রাইজ নিবি বলতো?

মণ্টু—আমার একটা মস্ত তীর ধনুক কিনে দিতে হ'বে দিদি—

শ্যামলী—আচ্ছা তাই দোব। এখন খেলা করগে ত ভাই। লক্ষ্মী ছেলে···

(মণ্টু বই ফিরাইয়া দিয়া কহিল—)

মণ্টু—আগে এটা বেঁধে দাও—

(শ্যামলী মণ্টুর ধনুকটী বাঁধিয়া দিল। মণ্টু "হেঁইও" করিয়া একটী তীর ছুঁড়িয়া তীরের পিছনে পিছনে প্রস্থান করিল। শ্যামলী পড়ায় মন দিল। কিছুক্ষণ পরে চুপি চুপি সীতা প্রবেশ করিয়া শ্যামলীর চোখ টিপিয়া ধরিল)।

শ্যামলী—উঃ! এই কেরে—লাগে ছাড় ছাড়···

সীতা—নাঃ, তুই পাগল হ'য়ে যাবি শ্যাম্‌লী—

শ্যামলী—ওমা! সীতা যে, আয় ভাই আয়—বোস বোস······বাংলাটা একটু দেখে নিচ্ছিলাম······।

সীতা—বাঃ ভাই—বেশ কাঁথাটা করেচিস্ তো। আমায় একটা নক্সা ক'রে দিবি? তাই তুই সেলাই-ড্রয়িংএ ফাষ্ট হোস্—এবারে ফাষ্ট প্লেস তোর বাঁধা······

শ্যামলী—এবারে আর হ'বে না, অর্দ্ধেক বই নেই, অফিস থেকে বাবা কাগজ পেতেন—তাও বন্ধ করে দিয়েচে, আমারও লেখা পড়া এইখানেই শেষ।

সীতা—আচ্ছা শ্যামলী, বৃত্তি না পেলে সত্যিই তোর পড়া হ'বে না?

শ্যামলী—না, বাবা যদিও রাজি হ'ন—মা কিছুতেই রাজি হ'বেন না।

সীতা—দেখ্ শ্যাম্‌লী, আমি একটা মতলব ঠিক করেছি।

শ্যামলী—কি ভাই—বল না?

সীতা—আচ্ছা শোন, দেখ—

(সীতা শ্যামলীর কাণে কাণে কি বলিল)।

শ্যামলী—এতে আমার ত কিছু হ'বে না বরং তোরই লাভ হ'বে—বুঝেছিস্?

(মণ্টু একটি ছোট বল লইয়া লাফাইতে লাফাইতে প্রবেশ করিল এবং মুখে ছড়া কাটীতে লাগিল—)

মণ্টু— "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি—
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চ'লি।"

শ্যামলী—মণ্টু! আবার দুষ্টুমি করছিস্?

মণ্টু—মোহনবাগানকে গোল দিচ্ছি—গো-ও-ল!

(বলে স্ম্যাট মারিতে মারিতে মণ্টুর প্রস্থান। সীতা শ্যামলীকে কহিল—)

সীতা—আজ তা'হ'লে আসি শ্যামলী—আবার একদিন আস্‌ব ভাই।

শ্যামলী—বস্‌না একটু—এরই মধ্যে যাবি?

সীতা—কিন্তু যা বল্‌লুম তাই করা চাই নইলে···।

(সীতা শ্যামলীকে কীল দেখাইল)।

শ্যামলী—না না ধেৎ—তোর বাড়ীতে কি বলবে?

সীতা—সে আমি বড়দা'কে বল্‌ব'খন—তোর ভাবনা নেই।

শ্যামলী—বল্লুম ত ভাই—শেষ পর্য্যন্ত আমার পরীক্ষা দেওয়াই হ'বে না। অর্দ্ধেক বই নেই···।

সীতা—আচ্ছা আচ্ছা সে দেখা যাবে'খন—চল এখন কাকীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। সেদিনকার নারকোল নাড়ু পাওনা আছে, ছাড়ছিনা কিন্তু···চল।

(সীতা শ্যামলীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিলে—পটক্ষেপণ হইল)।

তৃতীয় দৃশ্য

(মৃণ্ময়ী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের হল ঘর। স্কুলের প্রাইজ ফুল পাতা দিয়া হল ঘরটীকে সাজান হইয়াছে। একজন সভানেত্রী* মাল্য বিভূষিতা হইয়াছেন। অনেকগুলি মেয়ে ও শিক্ষয়িত্রী এবং বহু গণ্য-মান্য অতিথি ও দর্শকগণকে সমাগত অতিথির স্থান দিয়া পর্দা উঠিল। দর্শকরা জানিতে পারিলেন না যে তাঁহারাও এই নাটকে অভিনয় করিতেছেন।)

সভানেত্রী—এবারে কুমারী ইরা ঘোষ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাবে—

(ইরা উঠিয়া আসিয়া নমস্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করিল)।

---

* সভাপতিও হইতে পারেন।

এবারে কুমারী সীতা দত্ত একটি হাসির কবিতা আবৃত্তি ক'রে আপনাদের শোনাবে—

(সীতা উঠিয়া নমস্কার করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া একটি হাসির কবিতা আবৃত্তি করিল)।

মেয়েদের সমবেত কণ্ঠ-সঙ্গীতের পর পারিতোষিক বিতরণ করা হ'বে···।

(সমবেত মেয়েরা মঞ্চে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ-মন অধিনায়ক'—গানটী গাহিল। গান শেষ হইলে জনৈক শিক্ষয়িত্রী একখানি কাগজ হাতে নাম ডাকিতে আসিলেন)।

জনৈক শিক্ষয়িত্রী—এবারে যাহারা প্রাইজ পা'বে আমি তা'দের নাম ডাকছি—

"ক—মান" প্রথম—কুমারী জয়া দে।
দ্বিতীয়—কুমারী সুলতা বসু।
তৃতীয়—কুমারী প্রতিমা সেন।

(ক মানে'র ছাত্রীরা একে একে প্রণাম করিয়া পারিতোষিক লইয়া গেল)।

"১ম মান" প্রথম—কুমারী মীরা মুখোপাধ্যায়।
দ্বিতীয়—কুমারী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৃতীয়—কুমারী রেখা শেঠ।

১ম মানের ছাত্রীরা পূর্ব্ববৎ পারিতোষিক লইয়া গেল।

"২য় মান" প্রথম—কুমারী শ্যামলী চট্টোপাধ্যায়।

(শ্যামলী আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রণাম করিল)।

শ্যামলী সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। এবারে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় কুমারী শ্যামলী চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করাতে তাকে স্কুল থেকে "দেব-নারায়ণ" বৃত্তি দেওয়া হোল। এখন সে প্রথম পুরস্কার একখানি রৌপ্য-পদক ও কয়েকখানি বই পা'চ্ছে—

(সভানেত্রী শ্যামলীর বুকে পদক ঝুলাইয়া দিলেন। শ্যামলী পদকখানি খুলিয়া লইয়া কহিল)।

শ্যামলী—এ পুরস্কার আমার নয়—

সভানেত্রী—কেন ?

শ্যামলী—(সীতাকে টানিয়া আনিয়া) এ পুরস্কার সীতার।

শিক্ষয়িত্রী—সীতা ত দ্বিতীয় পুরস্কার পা'চ্ছে—

শ্যামলী—না সীতাই ফার্ষ্ট হয়েছে—

(দর্শকগণ মৃদু গুঞ্জন করিয়া উঠিল। সভানেত্রী থামাইয়া দিলেন)।

সভানেত্রী—আপনারা চুপ করুন। ওকে বলতে দিন। বল তোমার কি বলবার আছে—

শ্যামলী—যদি আমি বৃত্তি না পাই, তবে আমার আর পড়া হ'বেনা শুনে আমার বন্ধু সীতা ভাল ক'রে পরীক্ষা দেয়নি। ইচ্ছে ক'রে ভুল ক'রে উত্তর লিখেছে Examine-এর খাতায়। আর ওর বইগুলো আমাকে দিয়েছে পড়বার জন্যে আমি যখন যে বইখানা চেয়েছি···।

(সীতা মাথা নিচু করিল। শ্যামলীর চক্ষু-জলে ভরিয়া উঠিল—সে কহিল—)

বৃত্তি না পেলে আমার পড়া বন্ধ হ’য়ে যেত—তাই…।

(শ্যামলী আর বলিতে পারিল না। দর্শকগণ হাততালি দিয়া উঠিলেন আনন্দে। সভানেত্রী কহিলেন—)

সভানেত্রী—সমবেত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ ও আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা, আজ এই পুরস্কার বিতরণীর উৎসব সভায় যে কাহিনীটুকু আপনারা শুনলেন তা’ উপন্যাসের চেয়ে সুন্দর—নাটকের চেয়ে মধুর।

আমি এই সভায় সভানেত্রী হ’য়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ঠিক এই রকম একটা ঘটনার জন্যে আমরা কেউ উপস্থিত ছিলাম না। প্রার্থনা করি সহপাঠিনীর জন্যে সহপাঠিনীর এই যে স্বার্থত্যাগ—এই স্বার্থত্যাগের আদর্শ যেন বাংলায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে জাগরিত হ’য়ে উঠে।

কুমারী শ্যামলীর সত্যবাদিতা এবং বিশেষ ক’রে কুমারী সীতার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ তা’দের বন্ধুত্বকে আরও উজ্জ্বল—আরও মহানতর পথে চালিত করুক।

স্বাস্থ্যে—সেবায়—দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে—পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা মহীয়সী হ’য়েছেন—অদূর ভবিষ্যতে এদের নাম সেই তালিকাভুক্ত হোক।

বেশী কথা ব’লে আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীকে অনুরোধ করছি—কুমারী শ্যামলীর এই পাঠস্পৃহাকে তাঁরা যেন যথাযথ সম্মান দেন। তার বিদ্যা অর্জ্জনের পথ কোন দিন যেন বন্ধ না হ’য়ে যায়।

পরিশেষে আমি কুমারী সীতা ও কুমারী শ্যামলীকে দু'খানি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি বই বিশেষ পুরস্কার দেবার স্বীকৃতি দিলুম। এদের বন্ধুত্ব নির্মল ও দৃঢ় হোক।

(সভানেত্রী সীতার হাতে শ্যামলীর হাত দিয়া দিলেন)।

নমস্কার।

(ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িয়া যবনিকা নামিয়া আসিল)।

—শেষ—